মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলেন বাগোয়ানের আঃ হান্নানের ছেলে মোঃ মনিরুল ইসলাম ময়না (৩৬) (জিআর ১৫/২০)।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলেন চৌগাছার মৃত আঃ মান্নানের ছেলে মোঃ গোলাম কিবরিয়া (৫২)।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ১১

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে জিআর মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলার ১১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৯ জন রয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, কুতুবপুরের মৃত আঃ আজিজের ছেলে মোঃ শামসুল (৫৬) এবং হোটেল বাজারের পিতা- মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে রাশেদুর রহমান মামুন (৪৯)।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, গাংনী পূর্ব মালসাদহের মৃত আমজাদ আলীর ছেলে মোঃ আঃ গাফফার (৩৫), পশ্চিম মালসাদহের মোঃ জামাল উদ্দিনের ছেলে মোঃ রকিকুল ইসলাম (২৫), ফতাইপুরের মৃত মঙ্গল শেখের ছেলে মোঃ জনি (৪২), হেমায়েতপুরের মৃত ওয়াজ আলীর ছেলে মোঃ হাসেম (৪৫), চৌগাছা মোল্লাপাড়ার মৃত আওলাদ হোসেন মোল্লার ছেলে মোঃ জাকির হোসেন মোল্লা (৬০), রায়পুরের খোশদেল বিশ্বাসের ছেলে মোঃ আব্দুল হান্নান ওরফে হনা (৫০), চাঁদপুরের আবু হানিফের ছেলে রাশিক আহমেদ (২৭), সাদেক আলীর ছেলে আরশেদ আলী (৪২) এবং ভাটপাড়ার মৃত রমজান আলী দেওয়ানের ছেলে খোকন দেওয়ান (৬২)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে

জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার জামিন

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভানেত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গতকাল সোমবার (২৪ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মিজানুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল-আমিন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ বলেন, এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা আপিল করবো।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা এক মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর আমলি আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আমলি আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার তাকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৬১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ঔষধ, গ্যাস-সার ও প্রসাধনীর দোকানে ৬১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ মার্চ) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোট রোড ও চাঁদবিল এলাকায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মেসার্স সোহেলা মেডিকেলে ৪০ হাজার, মেসার্স আলমগীর ট্রেডার্স এন্ড বীজ ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং সেন্টু স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মূল্যহীন ঔষধ রাখা, লাইসেন্স বিহীন গ্যাস ব্যবসা পরিচালনা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয় এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় তাদের বিরুদ্ধে এ জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১০

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে জিআর মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলার ১০ আসামি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন ও সদর থানা পুলিশের

অভিযানে ৯ জন রয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, পিরোজপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মৃত নূর মোহাম্মদের ছেলে হামিদুল (হাফি) (৩৮), হরিরামপুর গ্রামের মোঃ তারা মিয়ার ছেলে মোঃ পাপ্পু (২২), মোঃ খোরশেদের ছেলে মোঃ তারা মিয়া, পোষ্ট অফিস পাড়ার মোঃ আমিরের ছেলে মোঃ রুবেল হোসেন (৪২), কুতুবপুর মধ্যপাড়ার মৃত কাশেম চৌকিদারের ছেলে মোঃ সোহেল (৩৯), শহরের উত্তর খাঁন পাড়ার আঃ হামিলের স্ত্রী মোছাঃ কাইফা খাতুন, আঃ হালিমের ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন, তাঁতী পাড়ার আমির আলীর ছেলে মোঃ আঃ হালিম, উজলপুরের উসমান গনির ছেলে মোঃ সজিব এবং গাংনী উপজেলার গ্রেফতারকৃত হলেন কুষ্টিয়া মিরপুরের মোঃ নুরুল ইসলামের ছেলে মোঃ মফিজুল ইসলাম (টুটুল)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

আইনজীবী পরিবর্তন করায় নথি থেকে জমির দলিল গায়েব !

২৩ বছর আগে একটি দেওয়ানী মামলা করে এখন বিপাকে পড়েছেন মুজিবনগরের ভুক্তভোগী ভূমি মালিক ইন্নাল শেখ। দীর্ঘ দিন আদালতের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে তৃতীয় দফার একতরফা শুনানী ও রায়ের দিন জানতে পারলেন

প্রাক্তন উকিলের মহুরির দ্বারা জমির দলিল গায়েব হয়েছে।

মামলার বাদীর সাথে কথা বলে ও নথি ঘেঁটে দেখা যায়, দীর্ঘ ২৩ বছর আগে ২০০২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে বিবাদী মোঃ মিন্টু জোয়ারদারের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলাটি দায়ের করেন ইন্নাল শেখ। মামলা নম্বর ৯৩/০২। সমন জারি ও জবাব দাখিলে বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতিতে বছরের পর বছর চলে যায়। দীর্ঘদিন মামলা চলাকালীন সময়ে আদালতে বিবাদীপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে আদালত ইন্নাল শেখের অনুকূলে একতরফা রায় দেন। এরপর আবার বিবাদী পক্ষ যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আপিল করে। এরপর আবারো যথারীতি অনুপস্থিত থাকলে আপিলেও একতরফা রায় পান ইন্নাল শেখ। এরপর আবারও বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে একটি মিস কেস করেন করেন মোঃ মিন্টু জোয়ারদার। এরপর থেকে আদালতে যথারীতি অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেন।

দেওয়ানী মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে আদালতে নিষ্পত্তি না হওয়াতে বাদীপক্ষ পরিবর্তন করেন আইনজীবী। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মেনে জেলা আইনজীবী সমিতির এনওসি’র মাধ্যমে ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর আইনজীবী পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরপরেই বাধে বিপত্তি। আদালতে পুনরায় মামলাটির একতরফা শুনানির সময় দেখা যায় মামলার মূল নথিতে জমির দলিলটি নেই। অথচ ইতিপূর্বে দু দুইবার সেই দলিলের সূত্র ধরেই আদালত ইন্নাল শেখের পক্ষে এক তরফা রায় দিয়েছিলেন।

মামলার বাদি ইন্নাল শেখ বলেন, ‘আমার বৈধ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদী পক্ষ আমাকে বিগত ২৩ বছর যাবৎ আদালতের বারান্দায় রেখেছে। অথচ বিবাদী পক্ষ কখনো আদালত না এসে আদালত অবমাননা করে চলেছে। আমার মামলার প্রাক্তন আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের মুহুরী নুরুলের সাথে বিবাদী পক্ষের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। মুহুরির সাথে আত্মীয়তা ও বিবাদীর পয়সায় মামলার কাগজ পত্র হারানোর মত ঘটনা ঘটছে। কারণ এনওসির মাধ্যমে আইনজীবী পরিবর্তন করার পরেও ২২ মার্চ থেকে অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার ও তার মুহুরী বারবার আমার মোবাইলে কল দিয়ে একতরফা সাক্ষী ও রায় হবে জানিয়ে টাকা সহ যোগাযোগ করতে বলে।’

আইনজীবী পরিবর্তনের পরেও প্রাক্তন আইনজীবী ও তার মুহুরীর এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে। ঘটনা শুনে আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বলেন,’এই মুহূর্তে আমি জরুরী কাজে ঢাকাতে আছি।

মেহেরপুরে ফেরার পর বিষয়টি আমি দেখব।

আর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক টোটন বলেন, ‘ভুক্তভোগী বিষয়টি নিয়ে আইনজীবী সমিতিতে অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইন্নাল শেখের ছেলে মুজাহিদুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, ‘আমরা মামলার নথি সমূহ তুলে বেশ কয়েকজন অ্যাডভোকেটকে দেখায়। এটা জানার জন্য, আমাদের মামলার গ্রাউন্ড কি। যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত আমার বাবা মামলা পরিচালনা করে আসছেন। তাই সেটা জানার পর ২৩ সালের ৩০ মে আদালতের যেই দিন ছিল, ওদিন নুরুল মুহুরীর কাছে নথি (জমির মূল দলিলপত্র) দিয়েছি কোর্টে জমা করার জন্য। কোর্টের নিচ তলায় উনি বললেন, আমার হাতে দাও আমি জমা করে দিবো। এর কয়েক মাস পরে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, নথি জমা দিয়েছি। আদৌতে তিনি সেই নথি জমা দেননি। আজকে যখন জানতে পারলাম যে নথি কোর্টে জমা হয়নি। তখন বার বার নুরুল মুহুরীকে কল দিলে তিনি অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। ‘

মুজাহিদুল ইসলাম আরো বলেন, ‘আমরা বাদি পক্ষ মনে করছি, অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের কাছ থেকে মামলা সরিয়ে অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফার কাছে আইনগতভাবে হস্তান্তর করায় তিনি মুহুরীকে নিয়ে বাদী পক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে আমাদের মামলার নথি সমূহ গায়েব করেছেন। আমরা কোর্ট ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ করবো বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত করে আমাদের ন্যায় বিচার পেতে সহায়তা প্রদান করার জন্য।’

এ বিষয়ে মুঠোফোন নুরুল মুহুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে তিনি বলেন ‘আজ সকালে আমি আদালতের মূল নথিতে দলিলটি জমা করেছি।’ মুহুরীর এই কথোপকথনের অডিও কালবেলার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

পরবর্তীতে আদালত জমির দলিল মামলার নথিতে না পেয়ে পরবর্তী তারিখে জমির দলিল দাখিল করার নির্দেশ দিলে, আবারো যোগাযোগ করা হয় মুহুরীর সাথে। এ সময় তিনি কোন কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, ভূমি বা জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মানুষকে বিচিত্র ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেকে বলেন, দেওয়ানি মামলার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। প্রযুক্তির যুগেও সমন জারি ও জবাব দাখিলে বছরের

পর বছর চলে যায়। একপক্ষের গরহাজিরায় মামলা একতরফা নিষ্পত্তি হয়। অন্যপক্ষ এসে আবার মামলা পুনরুজ্জীবিত করে। আপিল শুনানি ও শেষ হওয়ার পরও একই অবস্থা হয়। ফৌজদারি বিচারে কত দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র, বিচার করতে হবে সেটি বলা আছে। কিন্তু দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

এছাড়াও এক ব্যক্তির জমি অন্যের নামে নামজারি করা, উত্তরাধিকার সম্পত্তির নামজারিতে জটিলতা, বেঁধে দেওয়া সময়ে নামজারি সম্পন্ন না হওয়া, ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে নানারকম নয়-ছয় করা ইত্যাদি সাধারণ ঘটনা। ভূমি অফিসের একশ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দালালের যোগসাজশে নানা দুর্নীতি, ঘুষ ও আর্থিক কেলেঙ্কারি তো আছেই। সবমিলিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য ভূমির মালিকানা অর্জনের চেয়ে ভূমিরক্ষা করাটাই যেন কঠিন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত অধস্তন আদালতে ১৫ লাখ, হাইকোর্টে ৮৯ হাজার এবং আপিল বিভাগে ১১ হাজারের বেশি দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন ছিলো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলেন আশরাফপুর পূর্বপাড়ার রফিজুল ইসলামের ছেলে মোঃ রাসেল।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরের বিদ্যাধরপুরে যুবকের পা ভাঙলেন সেনাসদস্য, থানায় মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামে তৌহিদ নামের এক যুককের উপর হামলা চালিয়ে তার পা ভেঙে দিয়েছে সাজিদ আহসান সাজু নামের এক সেনাসদস্য।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে সেনাসদস্যসহ তার পরিবারের চারচজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনার পরপরই তিনি ছুটি শেষ হওয়ার আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন নিজেকে নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করছেন। তবে তার মোবাইল ট্র্যাক করলেই সত্যতা পাওয়া যাবে বলে অভিযোগকারীরা দাবী জানিয়েছেন।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তৌহিদের পরিবারকে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা একটি জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেই জমিতে নতুন করে তারের বেড়া নির্মাণ করতে গেলে প্রতিবেশী লুৎফর রহমানের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (৫৫), মোস্তাক হোসেন, মোস্তাক হোসেনের ছেলে সেনাসদস্য সাজিদ আহসান সাজু (৩০), মোঃ রাজু (৩৫), মোঃ রাকিব (২৫)।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১ মার্চ সকাল ৮টার দিকে মোছাঃ মেরিনা খাতুনের স্বামী মোঃ আফজালুল হক স্থানীয় দুই শ্রমিকের সাহায্যে তারের বেড়া বাঁধার কাজ শুরু করেন। তখন ১ নম্বর আসামি আব্দুল কুদ্দুস এসে কাজে বাধা দেন ও গালিগালাজ করেন। পরে ২ মার্চ সকাল ৭টার দিকে পুনরায় বেড়া বাঁধার কাজ শুরু হলে আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে বেড়া ভেঙে ফেলেন এবং প্রায় ১৫ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করেন।

এ সময় তৌহিদ ঘটনাস্থলে গেলে আসামিরা তার ওপর হামলা চালায়। এ সময়

সেনা সদস্য সাজু লোহার শাবল দিয়ে তৌহিদের বাম পায়ে আঘাত করে, যার ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল রেফার্ড করে। পরে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
তৌহিদের মা মেরিনা খাতুন জানান, আসামিরা এলাকায় প্রভাবশালী এবং বিভিন্নভাবে তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চাই।

তবে, অভিযুক্ত সেনাসদস্য সাজিদ আহসানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, সেনাসদস্যর বিষয়ে সেনানিবাসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে আজ শনিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, ঝাউবাড়িয়া গ্রামের মোঃ আয়োব আলীর মেয়ে মোছাঃ রঙ্গিলা খাতুন এবং গাংনী উপজেলার গ্রেফতারকৃতরা হলেন বামন্দী নিশিপুরের মৃত আসলামের ছেলে মোঃ তরিকুল ইসলাম সোহাগ (২২) ও সাহেবনগরের মোঃ লাল্টু এর স্ত্রী মোছাঃ রেখা (৩৫)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের শনিবার আদালতে নেয়া হয়েছে।